ব্রাত্য: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সারা দেশে উদাহরণ

অভিজিৎ চৌধুরি ও পবিত্র মোহান্ত

মালদা ও বালুরঘাট, ৪ জুলাই

নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার পথে আচমকাই দাঁতের ব্যথা অনুভব করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। চিকিৎসার জন্য যান মালদা মেডিক্যালে। তারপর কিছুটা সুস্থ হয়ে সড়ক পথে দক্ষিণ দিনাজপুরের উদ্দেশে রওনা দেন মন্ত্রী। সেখানে গিয়ে নির্বাচনী সভায় অংশ নেন, বক্তব্যও পেশ করেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ হাওড়া থেকে বন্দেভারত এক্সপ্রেসে চেপে মালদায় পৌঁছান তিনি।

এদিন, দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে নির্বাচনী জনসভা করেন ব্রাত্য বসু। উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। এদিনের সভায় রাজ্য সরকারের একাধিক সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন ব্রাত্য। তিনি বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এখন সারা দেশের কাছে উদাহরণ। বিজেপি বিভেদের রাজনীতি করছে। দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার এক সুগভীর চক্রান্ত চালাচ্ছে। ইডি–সিবিআইকে কাজে লাগিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বংস করছে। নির্বাচনের আগে অতি সক্রিয় হয়ে পড়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি।' গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আবেদন জানান তিনি। বুধবার ব্রাত্য বসু গঙ্গারামপুরে ও তপন ব্লকের গোফানগর এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালাবেন বলে তৃণমূলের জেলা সভাপতি মৃণাল সরকার জানিয়েছেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত
তৃণমূল কংগ্রেস মনো
নির্বাচ
প্রধান বক্তা
অধ্যাপক শ্রী ব্রাত্য বসু
শিক্ষা মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

হরিরামপুরের সভায় ব্রাত্য বসু। ছবি: আজকাল

অমর একুশে জুলাই
শহিদ স্মরণে
ধর্মতলা চলো
২১ জুলাই ২০২৩
প্রধান বক্তা
জননেত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সময়: বেলা ১২টা
৭০ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস

২১শে জুলাইয়ের প্রচার। শহিদ দিবস উপলক্ষে ৭০ নম্বর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস ও মহিলা কংগ্রেসের তরফে টাঙানো হয়েছে ফ্লেক্স। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যেই ২১শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি শুরু

আজকালের প্রতিবেদন

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মধ্যেই ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জেলায় জেলায় প্রস্তুতি সভা করতে হবে। খোলা জায়গায় নয়, হল কিংবা ঘেরা জায়গায়। মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার লেডিস পার্কে প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মালা রায়, দেবাশিস কুমার, সন্দীপ বক্সি, মণীশ গুপ্ত, অসীম বসু, কার্তিক ব্যানার্জি, কাজরী ব্যানার্জি প্রমুখ। প্রত্যেকেই বক্তব্য রেখেছেন। একটি কথা সবাই বলেছেন, ২১ জুলাই শহিদ দিবস আমাদের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। নেত্রী মমতা ব্যানার্জি ১৯৯৩–এর পর থেকে প্রতি বছর এই শহিদ দিবস পালন করে আসছেন। তিনি নিজে উপস্থিত থাকেন। ১৩ জনকে পুলিশ গুলি করে মেরেছিল। শহিদ দিবসের দিন শহিদ বেদিতে মালা দেওয়া হয়। এই দিনটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ের পর ২১ জুলাইয়ের মঞ্চেই বিজয় উৎসব পালন করা হবে। প্রার্থীরা আসবেন। দূরদূরান্ত থেকে কর্মীরা আসবেন। মুখ্য বক্তা নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। থাকবেন অভিষেক ব্যানার্জি, সুব্রত বক্সি, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, মালা রায় প্রমুখ। ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে প্রতিবারের মতো এবারও সভা হবে। ১২টায় সভা শুরু। শহরের চারিদিকে হোর্ডিং দেওয়া হয়েছে। ডাক দেওয়া হয়েছে ২১ জুলাই ধর্মতলায় চলো। এদিনের মঞ্চ থেকে ২০২৪–এর নির্বাচনের বার্তা দেবেন নেত্রী। বিজেপিকে উৎখাত করার ডাক দেবেন তিনি।

বাম-কংগ্রেসকে ব্যবহার করছে বিজেপি: ফিরহাদ

অভিজিৎ চৌধুরি

মালদা, ৪ জুলাই

বিভাজনের রাজনীতির খেলায় মেতেছে বিজেপি। ওরা চাইছে তৃণমূলের ভোট ভাগ হয়ে যাক। তাহলে ওরা সুবিধা করতে পারবে। সেজন্য বাম এবং কংগ্রেসকে ব্যবহার করছে বিজেপি। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওদের। তাই এখন তৃণমূলের ভোট ভাগ করতে মরিয়া বিজেপি, বাম ও কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিকেলে ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর–১ গ্রামপঞ্চায়েতের পাঠানপাড়া এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করতে এসে বিরোধী নেতাদের এভাবেই তুলোধোনা করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

এদিন মালদা জেলা পরিষদের ইংরেজবাজারের ৩২ নম্বর আসনের প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ–সহ অন্য প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভায় বক্তব্য পেশ করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তৃণমূলের এই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি, দলের জেলার চেয়ারম্যান সমর মুখার্জি, মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল প্রার্থী লিপিকা বর্মন ঘোষ, প্রতিভা সিংহ, ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর জেলার সহ–সভাপতি বাবলা সরকার প্রমুখ। তবে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যের শুরুতেই বৃষ্টি নামে। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই তৃণমূল কর্মী–সমর্থকেরা মাঠে দাঁড়িয়ে মন্ত্রীর বক্তব্য শোনেন। যদিও বৃষ্টির জন্য নিজের বক্তব্য দীর্ঘ করেননি মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বৃষ্টির মধ্যেও এত মানুষ মাঠে দাঁড়িয়ে আমার বক্তব্য শুনছেন। এতেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নকে বিপুলভাবে সমর্থন করেছে মানুষ।'

এদিন ফিরহাদ বলেন, '২০২১ সালে তৃণমূল যে হারে ভোট পেয়েছিল, সেই স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেননি বিজেপির নেতা–নেত্রীরা। আজও তাঁদের ঘুম আসে না। এখন ওঁরা বিভাজনের রাজনীতি শুরু করেছেন। আর কীভাবে তৃণমূলের ভোট কাটা যায়, সেই অঙ্ক কষতে ব্যস্ত। সেজন্যই তো এখন গোপন আঁতাত শুরু হয়েছে কংগ্রেস এবং বামেদের সঙ্গে। অথচ মালদায় একসময় গনিখান চৌধুরি বলেছিলেন, এই সিপিএম–কে বঙ্গোপসাগরে ছুড়ে ফেলতে হবে। অথচ আজ সেই সিপিএম কংগ্রেস এবং বিজেপির বন্ধু! ওরা যতই করুক, তৃণমূলের ভোট ভাঙা এত সস্তা নয়। রাজ্য জুড়ে উন্নয়ন হচ্ছে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পাচ্ছেন মানুষ। তৃণমূলকে বিপাকে ফেলতে কেন্দ্র ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যত দিন আছেন, তত দিন এই বাংলার মানুষ সমস্যায় পড়বেন না।'

ফিরহাদ হাকিম আরও বলেন, 'মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আর ভাঁওতাবাজি দিয়ে ভোট পাওয়া যায় না। নির্বাচন এসেছে বলেই এখন গ্রামে বিরোধীদের আসা–যাওয়া শুরু হয়েছে। এতদিন ওঁরা কোথায় ছিলেন? গ্রামের কাঁচা মাটির রাস্তা পাকা করা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিস্রুত পানীয় জল গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া— সবই করেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সুতরাং বিরোধীরা যতই ষড়যন্ত্র করুক, তৃণমূলের ভোট ভাঙা যাবে না।'

আসন্ন ত্রিস্তর নির্বাচনে
গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি পরিষদের প্রতিটি স্তরে
মমতা বন্দ্যো এর স্নেহধন্য
তৃণমূল কংগ্রেস মনো দের জয়ী ক

জনসভায় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, বিধায়ক সমর মুখার্জি। ইংরেজবাজারের পাঠানপাড়ায়। ছবি: প্রতিবেদক

তৃণমূলের রাতপাহারা

দীপঙ্কর নন্দী

রাত ১১টার মধ্যে খাওয়াদাওয়া শেষ করে তৃণমূলের কর্মীরা গ্রুপ করে রাতপাহারা দিচ্ছেন। ভোর পর্যন্ত তাঁরা তৃণমূল কার্যালয়ে থাকছেন। নেতারা তাঁদের বলেছেন, বিজেপি নির্বাচনের দু–তিনদিন আগে রাতে মানুষের বাড়িতে গিয়ে টাকাপয়সা দিতে পারে। সন্দেহ হলেই সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় থানায় খবর দিতে হবে। গভীর রাতে আইন যেন নিজের হাতে না তুলে নেওয়া হয়। খবর এসেছে, বিজেপির জেলায় জেলায় সংগঠন নেই। অধিকাংশ জেলায় তাঁরা মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি কর্মীর অভাবে। নেতারা শুধু বড় বড় কথা বলছেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে কুৎসা করছেন। তাই বিজেপি নেতারা ঠিক করেছেন, টাকাপয়সা দিয়ে ভোট আদায় করতে হবে। কর্মীদের এ–ও বলা হয়েছে, রাতে হইচই করা যাবে না, শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে। যে বাড়িতে গিয়ে টাকাপয়সা দেবে, সেই বাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসা করতে হবে। জানতে চাওয়া হবে, কারা এসেছিল, কোন দল থেকে বাড়িতে ঢুকেছিল, এত রাতে কেনই–বা ঢুকতে দেওয়া হল। টাকাপয়সা দিলে কেন নেওয়া হল? টাকা দিয়ে তারা কী বলে গেল? বাড়ির সদস্যদের এ–ও বলতে হবে, আপনারা নির্ভয়ে এখানে থাকুন, আমরা আপনাদের পাশে আছি। যা টাকাপয়সা নিয়েছেন, সেগুলো খরচ করে তৃণমূলকে ভোট দেবেন। নির্বাচনের পর আপনাদের অভাব–অভিযোগ আমরা সব শুনব। আপনারা দুয়ারে সরকারে গিয়ে অভাব–অভিযোগ জানাতে পারেন। বিজেপিকে বিশ্বাস করবেন না। নির্বাচনে হেরে গেলে ওরা আর এলাকায় আসবে না। আপনার পাশে থাকবে না। সিপিএম, কংগ্রেসকেও কোনও ভোট দেবেন না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, মমতার ব্যানার্জির নেতৃত্বে বাংলায় অনেক উন্নয়ন হয়েছে। আরও হবে। আপনারাও সেই উন্নয়নে শামিল হবেন। বিজেপি যা টাকা দিয়ে গেছে, এর বেশি দিতে আবার আসতে গেলে তখন আর নেবেন না। বলবেন, আমাদের টাকা চাই না। আপনারা এত রাতে আর আসবেন না। আমাদের পরিবার আছে। আমরা আতঙ্কে আছি।

জেলায় চিকিৎসক, কর্মীদের ছুটি নয়

আজকালের প্রতিবেদন

পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে শনি–রবিবার জেলার সব হাসপাতালের পরিষেবা যেন অন্যান্য দিনের মতো সচল থাকে। রবিবার ছুটির দিন বলে পরিষেবা যেন বিঘ্নিত না হয়। প্রয়োজনে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের ছুটিও বাতিল হতে পারে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এমনটা জানিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সব জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের আগামী কয়েকদিন বাড়তি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ নিয়োগী। তিনি বলেন, 'আলাদা করে কোনও নির্দেশ দিইনি। তবে সব জেলাকে বলা হয়েছে সতর্ক থাকতে। রবিবার ছুটির দিন বলে পরিষেবায় কোনও প্রভাব যেন না পড়ে তা নজরে রাখতে বলেছি। প্রয়োজন হলে কর্মীদের ছুটি বাতিল হতে পারে। সেটা পরিস্থিতি বুঝে জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষরা ঠিক করবেন।'

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের মনোনীত প্রার্থীদের
প্রকাশ্য
জনসভা

বক্তা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি। মন্তেশ্বরে, মঙ্গলবার। ছবি: প্রতিবেদক

পঞ্চায়েতে আরও বেশি ভোটে তৃণমূলকে জেতান: সিদ্দিকুল্লা

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মন্তেশ্বর, ৪ জুলাই

পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের পাল্লা যত ভারী হবে আগামী লোকসভা ভোটে দিল্লির মসনদ দখলে মমতা ব্যানার্জির পথ ততই প্রশস্ত হবে। মন্তেশ্বরের মামুদপুরে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত সভায় মন্তব্য মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরির। এরপরই তিনি পঞ্চায়েত ভোটের গুরুত্বকে তুলে ধরতে কর্মী–সমর্থকদের উদ্দেশে বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোটে ভোট ওজন হবে। তৃণমূলের ভোটের পাল্লা যত ভারী হবে, ২০২৪ সালে মমতা ব্যানার্জির শক্তি তত বাড়বে। তৃণমূলের তত শ্রীবৃদ্ধি হবে।' সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পকে তুলে ধরেন সিদ্দিকুল্লা। সিদ্দিকুল্লা তাঁর পুরনো বিধানসভা মঙ্গলকোটের মাজিগ্রামে তৃণমূল নেতা দলের প্রাক্তন জেলা সাধারণ সম্পাদক বিকাশ চৌধুরির বাড়ি যান। তাঁকে সমবেদনা জানান সিদ্দিকুল্লা।

বাজারে টাস্ক ফোর্স, দাম সামান্য কমল

আজকালের প্রতিবেদন

গত দু'দিনের তুলনায় লঙ্কার ঝাঁঝ কিছুটা কমেছে। আদার দামও বেশ খানিকটা কমেছে। মঙ্গলবার শিয়ালদা কোলে মার্কেট ঘুরে বাজারদরের খোঁজ নিয়ে একথা জানালেন টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্রনাথ কোলে। তিনি জানান, আদার দাম কেজি প্রতি ২০০ টাকা। লঙ্কার দাম যেখানে সাড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকায় পৌঁছে গেছিল। সেই লঙ্কার দামও কমেছে। কলকাতায় পাইকারি দরে লঙ্কা বিক্রি হচ্ছে কেজি প্রতি ৮০ টাকায়। তবে বৈদ্যবাটিতে কাঁচালঙ্কার পাইকারি দর কেজি প্রতি ১২০ টাকা। তবে কলকাতার তুলনায় টমেটোর দাম হুগলির বাজারে কিছুটা কম। এদিন বাজারে সবজির দাম কিছুটা নিম্নমুখী। এটা আরও নামতে পারে। বেগুন এবং টমেটোর দামটা কমাতে কী করা যায় সেটাও দেখা হচ্ছে।

এদিন টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা বাজার দরে নজর রাখতে অভিযান চালান। এদিন

শিয়ালদা কোলে মার্কেটে টাস্ক ফোর্সের আধিকারিকরা। টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের বক্তব্য, বাজার দরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে অভিযান চালানোর ফলে এদিন সবজির দাম কিছুটা কমেছে। যেসব অসাধু ব্যবসায়ী

পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মুনাফা লাভের চেষ্টা করছেন, তাঁদেরও সতর্ক করা হয়েছে। বুধবারও টাস্ক ফোর্স অভিযান চালাবে কলকাতার কাকুঁড়গাছি, মানিকতলা–সহ দমদম বাজারে।

সবজি, আদা ও লঙ্কার দর দেখতে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও টাস্ক ফোর্স–এর আধিকারিকেরা কোলে মার্কেট ঘুরে দেখছেন। মঙ্গলবার সকালে। ছবি: তপন মুখার্জি

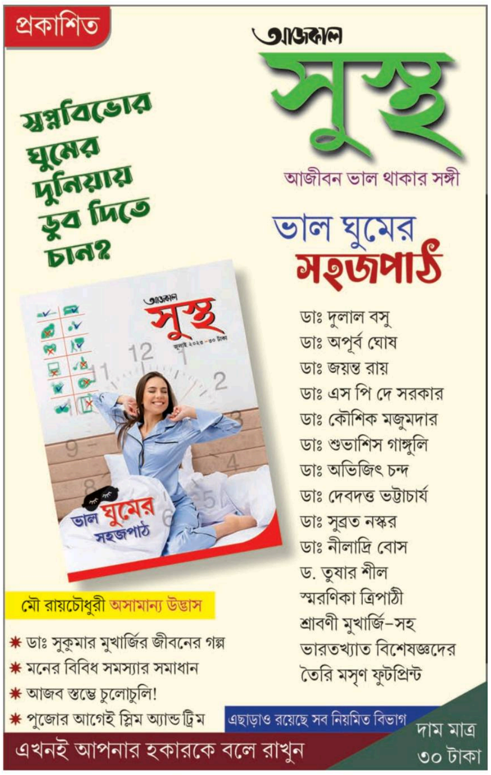
প্রকাশিত
আজকাল
সুস্থ
আজীবন ভাল থাকার সঙ্গী
স্বপ্নবিভোর ঘুমের দুনিয়ায় ডুব দিতে চান?
ভাল ঘুমের সহজপাঠ
ডাঃ দুলাল বসু
ডাঃ অপূর্ব ঘোষ
ডাঃ জয়ন্ত রায়
ডাঃ এস পি দে সরকার
ডাঃ কৌশিক মজুমদার
ডাঃ শুভাশিস গাঙ্গুলি
ডাঃ অভিজিৎ চন্দ
ডাঃ দেবদত্ত ভট্টাচার্য
ডাঃ সুব্রত নস্কর
ডাঃ নীলাদ্রি বোস
ড. তুষার শীল
স্মরণিকা ত্রিপাঠী
শ্রাবণী মুখার্জি–সহ
ভারতখ্যাত বিশেষজ্ঞদের
তৈরি মসৃণ ফুটপ্রিন্ট
মৌ রায়চৌধুরী অসামান্য উদ্ভাস
* ডাঃ সুকুমার মুখার্জির জীবনের গল্প
* মনের বিবিধ সমস্যার সমাধান
* আজব স্তম্ভে চুলোচুলি!
* পুজোর আগেই স্লিম অ্যান্ড ট্রিম
এছাড়াও রয়েছে সব নিয়মিত বিভাগ
দাম মাত্র ৩০ টাকা
এখনই আপনার হকারকে বলে রাখুন

ADITYA BIRLA CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ইন্ডিয়ান কম্পাউন্ড, ভেরাভল, গুজরাট–৩৬২২৬৬
ব্রাঞ্চ অফিস: রুম নং ৪০১, পঞ্চম তল, ক্যামাক স্কোয়্যার, ২৪, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬

পরিশিষ্ট IV-A
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য
স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) এর সংস্থান সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ(সমূহ) বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **১. মেসার্স আরহাম ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে (ঋণগ্রহীতা), ২. মেসার্স পেটাল কনসেপ্ট, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে (সহ–ঋণগ্রহীতা); ৩. মেসার্স প্যান্থার ইউনিফর্মস, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে (সহ–ঋণগ্রহীতা), ৪. মেসার্স পেটাল ক্রিয়েশনস, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে (সহ–ঋণগ্রহীতা), ৫. বিজয় কুমার চোরারিয়া (জামিনদার), ৬. পুখরাজ দেবী চোরারিয়া (জামিনদার), ৭. শ্রী অমিত কুমার চোরারিয়া (জামিনদার) এবং (৮) নবীন চোরারিয়া (জামিনদার)** এর থেকে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড, সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা বাবদ ২৬.০৫.২০২১ তারিখের ভিত্তিতে **₹৩,৬১,১০,০৯৩.৭৩/– (তিন কোটি একষট্টি লক্ষ দশ হাজার তিরানব্বই টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা মাত্র)** [এই অর্থাঙ্কের মধ্যে টিডিএস এবং প্রযোজ্যমতো প্রি–পেমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা নেই] এবং **১. মেসার্স পেটাল ক্রিয়েশনস, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে (ঋণগ্রহীতা), ২. মেসার্স আরহাম ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, এর ডিরেক্টরগণের মাধ্যমে (সহ–ঋণগ্রহীতা), ৩. মেসার্স পেটাল কনসেপ্ট, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে (সহ–ঋণগ্রহীতা), ৪. মেসার্স প্যান্থার ইউনিফর্মস, এর প্রোপ্রাইটরের মাধ্যমে (সহ–ঋণগ্রহীতা), ৫. বিজয় কুমার চোরারিয়া (জামিনদার), ৬. পুখরাজ দেবী চোরারিয়া (জামিনদার), ৭. শ্রী অমিত কুমার চোরারিয়া (জামিনদার) এবং (৮) নবীন চোরারিয়া (জামিনদার)** এর থেকে ২৬.০৫.২০২১ তারিখের ভিত্তিতে **₹৩,৪২,৯৮,১২৬.১২/– (তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার একশো ছাব্বিশ টাকা এবং বারো পয়সা মাত্র)** [এই অর্থাঙ্কের মধ্যে টিডিএস এবং প্রযোজ্যমতো প্রি–পেমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা নেই] পুনরুদ্ধারের জন্য **আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড**, সুরক্ষিত ঋণদাতার **অনুমোদিত আধিকারিক** দ্বারা **বাস্তবিক দখল** নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ২৪ জুলাই, ২০২৩ তারিখে বিক্রি করা হবে।
স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ, জমি ও বাড়ির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য হবে ₹৫,২২,৮৫,১৪০/– (পাঁচ কোটি বাইশ লক্ষ পঁচাশি হাজার একশত চল্লিশ টাকা মাত্র) এবং বায়না অর্থাঙ্ক হবে ₹৫২,২৮,৫১৪/– (বাহান্ন লক্ষ আঠাশ হাজার পাঁচশত চৌদ্দ টাকা মাত্র)।
নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিতে স্থিত প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য হবে ₹১৩,৭৫,২০০/– (তেরো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার দুইশত টাকা মাত্র) এবং বায়না অর্থাঙ্ক হবে ₹১,৩৭,৫২০/– (এক লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশত কুড়ি টাকা মাত্র)।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

উপরিস্থিত ১৪৫০ বর্গফুট মাপের পাকা কাঠামো সমেত ৫ (পাঁচ) কাঠা ১৫ (পনেরো) ছটাক ২৯ (উনত্রিশ) বর্গফুট বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস দাগ নং ১৭৩, আর এস খতিয়ান নং ৩২১ ও ৪৫৫, তৌজি নং ৭৩৬, এল আর দাগ নং ১৮০, এল আর খতিয়ান নং ১৯৮৫, তৌজি নং ৯, জে এল নং ৪০, মৌজা– থানামাকুয়া, হাওড়া পুরনিগমের ৪৫ নং ওয়ার্ড, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি অফিস– হাওড়া, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস– রানিহাটি, থানা– সাঁকরাইল, জেলা– হাওড়া, পিন–৭১১১০৯।
সম্পত্তির চৌহদ্দি:
উত্তর : আর এস দাগ নং ১৭৩ এর অংশ;
দক্ষিণ : আর এস দাগ নং ১৭৩ সংবলিত উত্তম দে'র প্লট;
পশ্চিম : আর এস দাগ নং ১৭৩ এর অবশিষ্ট অংশে চিহ্নিত প্লট;
পূর্ব : ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা।
বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহ করে আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড–এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.adityabirlafinance.com বা https://sarfaesi.auctiontiger.net–তে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন।

স্বাঃ–
অনুমোদিত আধিকারিক
আদিত্য বিড়লা ফিনান্স লিমিটেড
যোগাযোগ: ৭৫৯৬৯৪৬৪৬৭
তারিখ: ৫ জুলাই, ২০২৩
স্থান: কলকাতা

BAJAJ FINSERV

স্বর্ণালঙ্কার নিলামের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনবিজ্ঞপ্তি
বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: মুম্বাই - পুনে রোড, আকুর্দি, পুনে - 411035

এতদ্বারা বিএফএল-এর পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রাহকদের এবং জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে গোল্ড লোন নেওয়ার সময় ঋণগ্রাহকদের দ্বারা তাদের সংশ্লিষ্ট লোন অ্যাকাউন্টগুলিতে যে সোনার গহনা বন্ধক রাখা হয়েছিল, এবং যারা বারবার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও, লোন পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা প্রয়োজনীয় মার্জিন জমা দিতে পারেননি, সেগুলিকে "যেটি যেখানে আছে এবং যেমন আছে সেই ভিত্তিতে" নিলাম করা হবে। দরদাতাদেরকে নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলতে অনুরোধ করা হচ্ছে:

(ক) পাশের কিউআর কোড স্ক্যান করে সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তিটির সম্পূর্ণ বিবরণ দেখতে (লোন, গহনা, মোট ওজন, নিলামের স্থান এবং তারিখ);
(খ) এই সার্বজনীন নিলামটির সম্পূর্ণ দরদাতা নিয়ম ও শর্তাবলী পড়ে দেখতে (শর্তাবলী) এই ওয়েব লিঙ্কটিতে গিয়ে – https://cms-assets.bajajfinserv.in/is/content/bajajfinance/bidder-tcpdf?scl=1&fmt=pdf;
(গ) নিয়ম ও শর্তাবলী বুঝতে এবং তারপর নিলামের তারিখে বা তার আগে ফাণ্ড ট্রান্সফার (এনইএফটি/আরটিজিএস)-এর মাধ্যমে 25,000/- টাকা অগ্রীম জমা দিতে;
(ঘ) নিলামের স্থানে সশরীরে সকাল 10টায় পৌঁছে যেতে; এবং
(ঙ) নিলামের স্থানে বৈধ পরিচয়পত্র/প্যান কার্ড সঙ্গে রাখতে।

স্ক্যান করুন

নিলামের স্থান ও তারিখে যদি কোনো পরিবর্তন হয়, তবে তা নিলাম কেন্দ্রে জানানো হবে। নিলামের জন্য বিড জমা দেওয়ার অর্থ উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলীতে আপনার সম্মতি রয়েছে বলে বিবেচনা করা হবে। সার্বজনীন নিলামে বিক্রয় স্থগিত/বাতিল হলে বিএফএল, ঋণগ্রহীতাদের অনুরোধে এই গহনা ব্যক্তিগত বিক্রয়ের মাধ্যমেও বিক্রয় করার অধিকার সংরক্ষিত রাখে। যে কোনো প্রশ্নের জন্য, আপনি আমাদের যোগাযোগ করতে পারেন এই ইমেল আইডিতে – gold.auction@bajajfinserv.in

(17-07-23): **আরামবাগ**; P6X5GOL4438546, 4500688. **বারুইপুর**; PY33GOL4471985. **বিষ্ণুপুর**; PV35GOL4431781, 4544781, 4562622. **বোলপুর**; P5M7GOL4622263. **হাবড়া**; PT72GOL4431393. **কৃষ্ণ নগর**; P50VGOL4446529, 4456742, 4510875, 4541362, 4570597. **মালবাজার**; PZ27GOL4487745. **রঘুনাথপুর**; PX93GOL4501650, 4551889. **ত্রিবেণী**; P08EGOL4402742, 4407467, 4509114.

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড